ভোটার তালিকায় জটিলতা

নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা ব্রাকসুর নির্বাচন কমিশনের, ভিসি বলছেন নির্ধারিত সময়েই হবে নির্বাচন

বেরোবি প্রতিনিধি

ছবি : কালের কণ্ঠ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় নির্বাচন কমিশনার ড. মোহ্সীন আহসান সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেন। তবে একই দিন সন্ধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক শওকাত আলী সাংবাদিকদের বলেন, নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন জানায়, ব্রাকসু ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ২৭ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) মনোনয়নপত্র বিতরণ করার কথা থাকলেও হল ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রাপ্তি নিয়ে জটিলতার কারণে এক কার্যদিবস পিছিয়ে ৩০ নভেম্বর (রবিবার) হতে এ কার্যক্রম শুরু হয় যা ১ ডিসেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত চলমান ছিল।

নির্বাচনের তফসিল কার্যকর করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর হতে হল ভিত্তিক সঠিক, হালনাগাদ ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। কে কে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, কে কোন হলের শিক্ষার্থী, কে ভর্তি বাতিল করেছে, কোন অপরাধের কারণে কোন ছাত্রের ছাত্রত্ব বাতিল হয়েছে এই সকল নির্ভুল তথ্য অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহ করবে। এ সকল তথ্যের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব সিদ্ধান্তের কোন সুযোগ নেই।

পড়ুন

ব্রাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, নির্বাচন কমিশন হল ভিত্তিক ভোটার তালিকা চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করার পর উক্ত দপ্তর হতে যে ভোটার তালিকা ও হল সংযুক্তি সম্পর্কিত নথিপত্র প্রদান করা হয়েছে তাতে একাধিক গুরুতর অসংগতি, ভুল তথ্য এবং অসম্পূর্ণতা পাওয়া গেছে।

এই পরিস্থিতিতে ভুল ও অসংগতিপূর্ণ ভোটার তালিকার ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা নির্বাচনী ন্যায়সংগততা, স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতার বিরুদ্ধে যাবে। নির্বাচন কমিশন মনে করছে, হল ভিত্তিক ভুল ভোটার তালিকা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে, এই তালিকার ভিত্তিতে মনোনয়নপত্র বিতরণ করলে প্রার্থীদের মধ্যে বৈধতা-সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হবে। ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা সংশোধন না করে নির্বাচন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যে সকল দপ্তর হতে এই ভুল তথ্য সরবরাহ করে কমিশনের নিকট পাঠানো হয়েছে সেই সকল দপ্তরের সংশ্লিষ্ট

কোন ব্যক্তির শিক্ষার্থীদের নিকট কমিশনকে হেয় করার কোন হীন উদ্দেশ্য ছিল কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন আরো জানায়, হল ভিত্তিক ভোটার তালিকার অসংগতি দূর না হওয়া পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণসহ তফসিলের অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। জরুরি ভিত্তিতে হল ভিত্তিক ভোটার তালিকার সব ভুল, বাদ পড়া, দ্বৈততা এবং অসামঞ্জস্য দ্রুত সংশোধন করতে হবে। সংশোধিত ও যাচাইকৃত ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট দ্রুত সরবরাহ করতে হবে যেন নির্বাচন কার্যক্রম কোনোরূপ বিলম্ব ছাড়াই পুনরায় শুরু করা যায়। নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। সঠিক তথ্য ও নথিপত্র প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত কমিশন কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু রাখবে না।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন স্বাধীন। প্রশাসন থেকে সার্বিক সহযোগিতা

করার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন দপ্তর থেকে যদি এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করে তাহলে এটা খুবই দুঃখজনক। শিক্ষার্থীদের এই মুহূর্তে শান্ত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। নির্ভুল ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার জন্য সকল দপ্তরকে আহ্বান জানাচ্ছি। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে পারবে।'